গাংনীতে হেরোইনসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচ গ্রাম হেরোইনসহ মনিরুজ্জামান ওরফে মুঞ্জু (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহষ্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে তার নিজ বাড়ি গাংনী শহরস্থ মুচিপাড়া মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পিতার নাম আবুল কাশেম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মনিরুজ্জামান মঞ্জু হেরোইন কারবারী। সে হেরোইন বিক্রির জন্য তার বাড়ির সন্নিকটে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই শাহিন ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। জব্দ করা হয় পাঁচ গ্রাম হেরোইন।

গ্রেপ্তারকৃত মনিরুজ্জামান মঞ্জুর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ৫৮ লাখ টাকার ইউএস ডলার ও বাংলাদেশী টাকাসহ এক পাচারকারী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ইউএস ডলার পাচার করার সময় ৩৮ হাজার ইউএস ডলার, ১৭ লাখ বাংলাদেশী টাকা ও একটি মোটরসাইকেলসহ রুবেল নামের এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় বুড়িপোতা সীমান্ত ফাঁড়ীর কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ তৌহিদুজ্জামান এর নেতৃত্বে বিশেষ টহলগোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত পিলার ১১৬ হতে ৫০ গজ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খালপাড়া নামক স্থানে চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক রুবেল সদর উপজেলার খালপাড়ার চাঁদ আলীর ছেলে।

এসময় তার কাছে থাকা ব্যাগের মধ্যে ৪ ব্যান্ডেলে ১০০ ইউএস ডলার মানের ৩৮০টি নোট, যার মূল্য ৪০ লাখ ৬৬ হাজার (বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত ০১ ইউএস ডলার সমান বাংলাদেশী ১০৭ টাকা মূল্য অনুযায়ী), বাংলাদেশী নগদ ১৭ লাখ টাকা এবং ১টি মোটর সাইকেল আটক করতে সক্ষম হয়। যার সর্বমোট সিজার মূল্য ৫৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা।

বিজিবির চুয়াডাঙ্গা ব্যটালিয়ন অধিনায়ক শাহ মো: ইসতিয়াক পিএসসি জানান, মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমন্ত পিলার ১১৬ হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খালপাড়া নামক স্থানে ইউএস ডলার পাচার করছে এমন খবরের ভিত্তিতে বিজিবি একটি বিশেষ দল সেখানে অবস্থা নেয়। সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে দেখতে পায় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মোটর সাইকেলে একটি ব্যাগ বহন করে ভারতের দিকে গমণ করছে। বিজিবি টহল দল তাকে চ্যালেঞ্জ করলে ওই ব্যক্তি মোটর সাইকেলযোগে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টহলদল তাকে আটক করে। পরে তার কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ইউএস ডলার ও বাংলাদেশী টাকা পাওয়া যায়।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করে আসামীকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ইউএস ডলার ও বাংলাদেশী নগদ টাকা মেহেরপুর ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে ১২ বারের মত সফল পুলিশ কর্মকর্তা শাকিল

মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই শাকিল হোসেন ১২ বারের মত শ্রেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার তার হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনসহ পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এএসআই শাকিল সহ জেলায় কর্মরত বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট লাল মিয়া গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে লাল মিয়া (৩৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্টকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানার একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পরে গতকাল বুধবার বিকালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত লাল মিয়া কোমরপুর বাজার পাড়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে এবং অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ভাগ্নে। অভিযান চলাকালীন লাল মিয়ার কাছে থেকে পুলিশ একটি Redmi Note 10s মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৮৩. IMEI ২০ ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৯১ এবং ফোনে ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৪৬-১৫৫৯১৫ এবং ০১৭১০-০৩১৯৬০, একটি Nokia 1464 মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৩৯৫, IMEI ২: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৪০৩ ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮৩৪-০৭১২১০ এবং ০১৭১৬-৫৫৪১৩৩ উদ্ধার করা হয়।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet Melbet, Bet Winner পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয়

অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।

গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া Bet Winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া ১◌ীনবঃ এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার তদন্তে লাল মিয়ার অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালাচ্ছে এমন খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর লালমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পুলিশকে জানায়, ওই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামীদের সহযোগিতায় তাহার অন্যতম সহযোগী কোমরপুর বাজারের নাজিম বিশ্বাসের ছেলে ভোলা, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেল ও চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার বেষ্টপুর গ্রামের নজিরের ছেলে অনিকের ১টি 1xbet nagad, ১টি1xbet nagad, এবং ১টিMelbet nagad ও ১টি Melbet rocket চ্যানেল নিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছিলো। ওই অনলাইন জুয়া পরিচালনা করার জন্য যে সকল এজেন্ট সিমকার্ড ব্যবহৃত হতো সে সকল এজেন্ট সিমকার্ড সরবরাহ করতো এবং অনলাইন অবৈধ ই ট্রান্সজেকশনের টাকা গ্রহন করতো অনিক ।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ লাল মিয়া (৩৫) এর ফোনে Melbet এর MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়ার একটি চ্যানেল আছে। যাহার বর্তমান ব্যালেন্স ৩৭৫৬০.৬৩ টাকা। ওই মেলবেট একাউন্টের হিস্ট্রিতে দেখা যায় যে, আসামী দীর্ঘদিন থেকে তাহার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৩৪-০৭১২১০ এর মাধ্যমে MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়া Melbet এর মাধ্যমে লেনদেন করে আসছে। লাল

মিয়া একজন সল্প শিক্ষিত লোক হওয়া সত্ত্বেও সে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহা সে জানে।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বিল সংসদে উপস্থান

মেহেরপুরের মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং নওগাঁয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আলাদা দুটি বিল গত মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিল–২০২৩’ এবং ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর বিল–২০২৩’ আলাদাভাবে জাতীয় সংসদে তোলেন। পরে বিল দুটি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।
বিল দুটিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ ১৯৭৩ এর বিধান পরিপালন করতে হবে। রাষ্ট্রপতি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। আচার্য নির্ধারিত শর্তে স্বনামধন্য একজন শিক্ষাবিদকে ৪ বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন।

তবে উপাচার্য হিসেবে কেউ দুই মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ পাবেন না। আচার্য যে কোনো সময় উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারী সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলে, মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন।

বিল দুটির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা, বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন–পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯ ডিসেম্বর ২০২০ এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মেহেরপুর সদরে স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করে।
এর আগে ২০২০ সালের ২৫শে জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিকট মেহেরপুর সদরে ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়’ স্থাপনের বিষয়ে জরিপ প্রতিবেদন চায়। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়।

সাংবাদিক জনির জামিন না মঞ্জুর; নিহালের ৩ দিনের রিমাণ্ড

মেহেরপুরে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন না মঞ্জুর করেছেন একই আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: তারিক হাসান এ আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আশরাফ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গতকাল হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৭দিনের রিমাণ্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফ আলী। আদালতের রিমাণ্ড আবেদন শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক ৩দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গত রবিবার রাতে মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড় থেকে নিহাল আল মুকিতকে গ্রেফতার কেও ডিবি পুলিশ। আটক নিহাল আল মুকিত শহরের বড় বাজার এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। তার নিকট থেকে জব্দ মোবাইল ফোনে একাধিক অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ছবি পাওয়া যায়। তার কাছে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে আরো গুরত্বপূর্ণ থাকতে পারে মর্মে আদালতে রিমাণ্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

এছাড়া একই আদালতে একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন আবেদন করেন তার আইনজীবী। অপরদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জামিনের বিরোধীতা করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক শুনানী শেষে জনির জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান।

প্রসঙ্গত, হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে পুলিশ ৭ জনকে আটক করেছে। আটকৃতরা কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন, হিজুলির ছন্দা খাতুন, হোটেল কর্মচারী হাসিবুল হক জয়, সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি ও নিহাল আল মুকিত।

ডিবি জানায়, নিহালের কাছে থেকে মেহেরপুর শহরের আলোচিত আটলান্টিক হোটেল কাণ্ডে তার একাধিক অশ্লীল ভিডিও পাওয়া গেছে এবং নিহাল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকাতে অসামাজিক কার্যকলাপের মিডিয়া হিসেবে কাজ করতো এবং নিজেও এসব কর্মকাণ্ডের সুবিধা নিতো।

ডিবি পুলিশ আরো জানায়, হোটেল আটলান্টিকা মামলার আসামি হাসিবুল হক জয়ের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং নেহালের মোবাইলে অসংখ্য মেয়েদের সাথে শারীরিক মিলনের অনৈতিক ভিডিও ছবি পাওয়া গেছে।
উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর মউকের একটি চাঁদাবাজী মামলার আসামী হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অসামাজিক কার্যকলাপের অন্যতম হোতো নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। পরে ওই মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তর করা হলে ডিবি পুলিশ মামলার তদন্তকালে ৩০ নভেম্বর মেহেরপুরের ওয়াপদা সড়কে আটলান্টিকা কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে ছন্দা খাতুনকে গ্রেফতার করে। ছন্দা খাতুনকে ১৬৪ ধারায় জবাবনবন্দীতে হোটেল আটলান্টিকার অসামাজিক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। তার জবানবন্দীতে উঠে আসে ভয়ংকর সব তথ্য। হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুন স্থানীয় কিছু সাংবাদিকের সহায়তায় হোটেলে বিভিন্ন মেয়েদের ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও ধারণ করে

সেগুলো সাংবাদিকদের মাধ্যমে চাদাবাজি করে আসছিলেন।

ছন্দা খাতুনের জবানবন্দী নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরসহ আশেপাশের কয়েকটি জেলায় সংবাদটি তোলপাড় সৃষ্টি করে। যার রেশ এখনো চলমান। সংবাদে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবীর কথা উঠে আছে। প্রকাশিত ওই সংবাদের চার সাংবাদিকের একজন এশিয়ান টেলিভিশনের সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি।

মেহেরপুর সদরে দুই সার ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া ও শোলমারি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি সারের দোকান থেকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তর।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। এসময় অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: তারিকুল ইসলাম।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। অভিযানে তেরঘরিয়ায় মেসার্স আব্দুল আওয়াল ভদ্র ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মূল্যের বেশি মুল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৩ হাজার টাকা এবং মেসার্স মামুন ট্রেডার্স নামের অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয়ের অপরাধে ৪০ ও ৫১ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে কোল্ড ইঞ্জুরীতে বোরো বীজতলা,চিন্তিত কৃষক

মেহেরপুর জেলার উপর দিয়ে গেল দুসপ্তাহে বয়ে যাওয়া শৈত্য প্রবাহ ও কনকনে শীতে বোরো ধানের বীজতলায় দেখা দিয়েছে কোল্ড ইনজুরি। বীজতলার ধানচারা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও চারা কুঁকড়িয়ে পচন ধরে অঙ্কুরিত ধানের চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করেও কোন লাভ হচ্ছেনা। বোরো বীজতলা নষ্ট হওয়ায় সময় মত ধানের চারা জমিতে রোপন করতে পারবেন না বলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলার অনেক কৃষক। বীজতলা রক্ষায় কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৩৮০.২৫ হেক্টর জমিতে বীজতলা রয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৬.২৫ হেক্টর উফসি ও ৩৪ হেক্টর হাইব্রীড। আর বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৪৩০ হেক্টর। এ লক্ষ্যে ৮৫০ জন কৃষককে হাইব্রীড ও ২৪০০ জনকে ঊফসি জাতের বীজ প্রণোদনা দেয়া হয়। সেই সাথে বীজতলা রক্ষায় দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, হাড় কাপানো শীতে ও শৈত্য প্রবাহের কারণে অনেক বীজতলায় চারা গজায়নি। আবার কোথাও কোথায় বীজতলার চারা হলুদ রং ধারণ করেছে। আবার পঁচে গেছে। তবে কোন বীজতলায় পানি বা পলিথিন ব্যবহার দেখা যায় নি। কৃষি অফিস কোন তদারকি করছে না বলেও জানিয়েছেন তারা।

তেরাইল ভরাট এলাকার চাষিরা জানালেন, কয়েকদিনের তীব্র শৈত্যপ্রবাহে আর ঘন কুয়াশায় বীজতলার অনেকাংশ নষ্টের পথে। বীজতলায় দেখা দিয়েছে কোল্ড ইঞ্জুরী। চারাগুলো হলদে হয়ে গেছে। কোনো প্রকার ওষুধ ছিটিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। কৃষি অফিসাররা আসেন না আবার পরামর্শ দেন না। বীজতলা নষ্ট হলে চারাবীজ সংকট দেখা দিবে। ব্যহত হবে লক্ষ্যমাত্র অর্জনে। হাড়াভাঙ্গার কৃষক শাহীন জানান, কৃষি অফিসের পরামর্শে সকালে নলকূপের পানি দেয়াসহ নানা চেষ্টা করেও বীজতলা রক্ষা করা যাচ্ছে না। চারা কিনে আবাদ করাও কঠিন হয়ে

যাবে, কারণ অধিকাংশ কৃষকের একই অবস্থা। তাই বোরো আবাদ কীভাবে করব, সে চিন্তায় আছি।

রাইপুর ও ষোলটাকা ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন চাষি জানান, কৃষি অফিসাররা এসে পানি রাখা ও পলিথিন ব্যবহারে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই পলিথিন ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়াও যেসব ছত্রাকনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে তাতে কোন কাজ হচ্ছে না শুধু অর্থ অপচয়। আরো কয়েকদিন কনকনে ঠাণ্ডা ও শৈত্য প্রবাহ থাকলে অধিকাংশ বীজতলা নষ্ট হয়ে যাবে বলেও জানান তারা।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন জানান, যে আবহওয়া বিরাজ করছে তাতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। চাষিদেরকে বীজতলা রক্ষায় প্রতি রাতে বীজতলায় পানি জমিয়ে সকালে তা ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ঘনকুয়াশা থেকে রক্ষায় প্রতি রাতে পলিথিন দিয়ে বেড ঢেকে রাখতে ও ছত্রাক নাশক স্প্রে করারও পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তবে অন্যান্য ফসলেও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি বলেও জানান এই কৃষি কর্মকর্তা।

সম্প্রীতি মেহেরপুর জেলায় দেশের দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় অন্যান্য ফসলের তেমন ক্ষতি না হলেও বোরো বীজতলায় কোল্ড ইঞ্জুরি দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে সাব-রেজিস্টার অফিসে মানববন্ধন ও কর্মবিরতী

মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মকর্তা ও দলিল লেখকবৃন্দ মানববন্ধন করেছে। সেই সাথে অনির্দিষ্ট কালীণ কর্মবিরতীর ঘোষণা দিয়েছেন তারা। চাপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ উপজেলা সাব-রেজিস্টারকে ইউএনও কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও পরবর্তী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে এ মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়।

মানববন্ধনে নের্তৃত্বদানকারী সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা বলেন, গত ১০ জানুয়ারী শিবগঞ্জ উপজেলা সাব-রেজিস্টার ইউসুফ আলীকে তার নিজ এজলাসে ঢুকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবুল হায়াত তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরবর্তী সময়ে ইউএনওর নির্দেশে ও উষ্কানীতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী সাব-রেজিস্টার ইউসুফ আলীর উপর হামলা করে।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন অ্যাসোসিয়েশন তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্তও সকল জেলা রেজিস্টার ও সাব-রেজিস্টার অফিসে অনির্দিষ্ট কর্মবিরতীর ঘোষণা দেয়া হয়।

মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাব রেজিস্টার অফিসের কর্মকর্তা ও দলিল লেখক সমিতির নের্তৃবৃন্দরা।

রাজনগরে সাবেক ইউপি সদস্য আরমান আলীর নিজ উদ্যোগে কম্বল বিতরন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের উপজেলা আওয়ামীলীগের সদস্য ও সাবেক ইউপি সদস্য আরমান আলীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮শ শীতার্ত অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় রাজনগর গ্রামে শীতার্ত অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। সাবেক ইউপি সদস্য আরমান আলী বারাদী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে পরপর ৩ বার মেম্বর নিবার্চিত হন।

এ সময় ইউপি সদস্য আরমান আলী বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ৮শ দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তিনি বলেন সমাজের বিত্তবানরা ভালো কাজে আমার মতো এগিয়ে আসতে পারেন।

তিনি আরো বলেন, সারা দেশের তীব্র শীতে অসহায় অনেক মানুষ কষ্ট করছে। শীতার্তদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে আজ ৮ শত দরিদ্র-বৃদ্ধ, নারীদেরকে শীতের কম্বল বিতরণ করেছি। জাতির পিতার সোনার বাংলা ও জননেত্রী শেখ হাসিনার দারিদ্র ও ক্ষুদামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে জনপ্রতিনিধিদের যার যার অবস্থান থেকে অসহায়দের পাশে দাড়াতে হবে। তাই সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনকল্যাণমূলক কাজের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় জনগণের পাশে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, শীতার্তদের শীত বস্ত্র বিতরণ অব্যাহত থাকবে। বারাদি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে আরও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এ সময় নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের বর্শিবাড়িয়া, পটাপোকা, হাসনাবাদ, মোমিনপুর, কলাইডাঙ্গা বারাদি গ্রাম, পাটকেলপোতা, সিংহাটি, শিমুলতলা, দরবেশপুর, জুগিন্দা শেখপাড়া, কলোনী, রাজনগর গ্রামসহ প্রতিটি গ্রামের অসহায় শীতার্তদের মাঝে ৮ শত কম্বল বিতরন করেন ইউপি সদস্য আরমান আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন ১ নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য খাকছার আলী, ২ নং ওয়ার্ডের শফি মীর, ৭ নং ওয়ার্ডের আনারুল, আওয়ামীলীগ নেতা কাউছার আলী, মিয়াসহ আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।